পরিশিষ্ট – ২
মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে মক্কা–মদিনার প্রাচীন ৪টি ফতোয়া

আল্লামা আবদুর রহীম তুর্কমানী (রহঃ) ১২৮৮ হিজরী সনে মক্কা ও মদিনা এবং জিদ্দা ও হাদীদার উলামায়ে কেরামের দ্বারা মিলাদও কিয়াম সম্পর্কে একটি ফতোয়া লিখিয়ে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসেন এবং নিজ গ্রন্থ "রওযাতুন নাঈম"-এর শেষাংশে ছেপে প্রকাশ করেন। [আন্‌ওয়ারে ছাতেয়া দেখুন] উক্ত ফতোয়া নিম্নরূপ ঃ

سُوَالْ : مَاقَوْلُكُمْ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَنَّ ذِكْرَ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مَعَ تَعْيِيْنِ الْيَوْمِ وَتَزْئِيْنِ الْمَكَانِ وَاِسْتِعْمَالِ الطِّيْبِ وَقِرَاءَةِ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَاِطْعَامِ الطَّعَامِ لِلْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يَجُوْزُ وَيُثَابُ فَاعِلُهٗ اَمْ لَا– بَيِّنُوْا تُؤْجَرُوْا –

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে আপনাদের অভিমত ও ফতোয়া কী?

"মিলাদ শরীফ পাঠ করা– বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত পাঠকালে কিয়াম করে সম্মান প্রদর্শন করা, মিলাদের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা, মিলাদ মজলিসকে সাজানো, আতর গোলাব ও খুশ্‌বু ব্যবহার করা, কুরআন শরীফ হতে সূরা ক্বেরাত পাঠ করা এবং মুসলমানদের জন্য খানাপিনা (তাবাররুক) তৈরী করা- এইভাবে অনুষ্ঠান করা জায়েয কিনা এবং অনুষ্ঠানকারীগণ এতে সাওয়াবের অধিকারী হবেন কিনা? বর্ণনা করে আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কৃত হোন"।

–আবদুর রহীম তুর্কমানী–হিন্দুস্তান, ১২৮৮ হিজরী

মক্কা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مُعَظَّمَةً تَلْخِيْصًا :

اِعْلَمْ اَنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ بِهٰذِهِ الْكَيْفِيَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مُسْتَحْسَنٌ مُسْتَحَبٌّ– فَالْمُنْكِرُ لِهٰذَا مُبْتَدِعٌ لِاِنْكَارِهٖ عَلٰى شَيْءٍ حَسَنٍ عِنْدَاللّٰهِ

www.sunnibarta.com

وَالْمُسْلِمِيْنَ- كَمَا جَاءَ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ- وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ كَمَّلُوا الْاِسْلَامَ كَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ وَعُلَمَاءِ الْعَرَبِ وَالْمِصْرِ وَالشَّامِ وَالرُّوْمِ وَالْاَنْدَلُسِ وَكُلُّهُمْ رَاَوْهُ حَسَنًا مِنْ زَمَانِ السَّلَفِ اِلَى الْاٰنِ- فَصَارَ الْاِجْمَاعُ- وَالْاَمْرُ الَّذِيْ ثَبَتَ بِالْاِجْمَاعِ فَهُوَ حَقٌّ لَيْسَ بِضَلَالٍ- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِيْ عَلٰى ضَلَالَةٍ - فَعَلٰى حَاكِمِ الشَّرْعِ تَعْزِيْرُ مُنْكِرِهٖ-وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

অনুবাদ ঃ "জেনে নিন- উপরে বর্ণিত নিয়মে (কিয়ামসহ) মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা মোস্তাহসান ও মোস্তাহাব। আল্লাহ্ ও সমস্ত মুসলমানদের নিকট ইহা উত্তম। ইহার অস্বীকারকারীগণ বিদ্আতপন্থী ও গোমরাহ্। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হুযুর (দঃ)–এর হাদীসে আছে-

"মুসলমানগণ যে কাজকে পছন্দনীয় বলে বিবেচনা করেন- তা আল্লাহর নিকটও পছন্দনীয়"। –[মুসলিম শরীফ]

এখানে মুসলমান বলতে ঐ সমস্ত মুসলমানকে বুঝায়- যারা কামেল মুসলমান। যেমন- পরিপূর্ণ আমলকারী উলামা, বিশেষ করে আরবদেশ, মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক ও স্পেন- ইত্যাদি দেশের উলামাগণ সলফে সালেহীনদের যুগ থেকে অদ্যাবধি (১২৮৮ হিঃ) সকলেই মিলাদও কিয়ামকে মোস্তাহ্সান, উত্তম ও পছন্দনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সর্বযুগের উলামাগণের স্বীকৃতির কারণে মিলাদও কিয়ামের বিষয়টি "ইজমায়ে উম্মত" হিসাবে গণ্য হয়েছে। ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে কোন বিষয় বরহক। উহা গোমরাহী হতে পারে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আমার উম্মত গোমরাহ্ বিষয়ে একমত হতে পারে না"। [আল-হাদীস]

সুতরাং, যারা মিলাদ ও কিয়ামকে অস্বীকার করবে-শরিয়তের বিচারকের উপর তাদেরকে যথাযথ শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব"। [ফতুয়া সমাপ্ত]

মক্কা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

১। আল্লামা আবদুর রহমান সিরাজ।
২। আল্লামা আহমদ দাহলান।
৩। আল্লামা হাসান।
৪। আল্লামা আবদুর রহমান জামাল।
৫। আল্লামা হাসান তৈয়ব।
৬। আল্লামা সোলায়মান ঈছা।

www.sunnibarta.com

৭। আল্লামা আহমাদ দাগেস্তানী।
৮। আল্লামা আবদুল কাদের শামছ।
৯। আল্লামা আবদুর রহমান আফেন্দী।
১০। আল্লামা আহমাদ আবুল খায়ের।
১১। আল্লামা আবদুল কাদের সানখিনী।
১২। আল্লামা মুহাম্মদ শারকী।
১৩। আল্লামা আবদুল কাদের খোকীর।
১৪। আল্লামা ইবরাহীম আলফিতান।
১৫। আল্লামা মুহাম্মদ জারুল্লাহ্।
১৬। আল্লামা আবদুল মোত্তালিব।
১৭। আল্লামা কামাল আহমাদ।
১৮। আল্লামা মুহাম্মদ ছায়ীদ আল আদীব।
১৯। আল্লামা আলী জাওদাহ্।
২০। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ কোশেক।
২১। আল্লামা হোসাইন আরব।
২২। আল্লামা ইবরাহীম নওমুছী।
২৩। আল্লামা আহমদ আমীন।
২৪। আল্লামা শেখ ফারুক।
২৫। আল্লামা আবদুর রহমান আযমী।
২৬। আল্লামা আবদুল্লাহ্ মাশশাত।
২৭। আল্লামা আবদুল্লাহ কুম্মাশী।
২৮। আল্লামা মুহাম্মদ বা–বাসীল।
২৯। আল্লামা মুহাম্মদ সিয়ুনী।
৩০। আল্লামা আলী আমেছী।
৩১। আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ্ জাওয়ারী।
৩২। আল্লামা আবদুল্লাহ জাওয়ারী।
৩৩। আল্লামা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ।
৩৪। আল্লামা আহমদ আল মিন্‌হিরাভী।
৩৫। আল্লামা সোলায়মান উক্‌বা।
৩৬। আল্লামা সৈয়দ শাত্বী ওমর।
৩৭। আল্লামা আবদুল হামিদ দাগেস্তানী।
৩৮। আল্লামা মুস্তাফা আফীফী।
৩৯। আল্লামা মানসুর।
৪০। আল্লামা মিনশাবী।
৪১। আল্লামা মুহাম্মদ রাযী।
[১২৮৮ হিজরী]

www.sunnibarta.com

মদিনা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ مَدِيْنَةَ مُنَوَّرَةَ تَلْخِيْصًا :

اِعْلَمْ اَنَّ مَايُصْنَعُ مِنَ الْوَلَائِمِ فِى الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ وَقِرَاءَتِهِ بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنْفَاقِ الْمُبَرَّاتِ وَالْقِيَامِ عِنْدَذِكْرِ وِلَادَةِ الرَّسُوْلِ الْاَمِيْنِ وَرَشِّ مَاءِالْوَرْدِ وَاِنْقِيَادِ الْبُخُوْرِوَتَزْئِيْنِ الْمَكَانِ وَقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِظْهَارِ السُّرُوْرِ- فَلَا شُبْهَةَ فِىْ اَنَّهٗ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَفَضِيْلَتُهٗ مُسْتَحْسَنَةٌ- فَلَا يُنْكِرُهَا اِلَّا مُبْتَدِعٌ- لَااِسْتِمَاعَ بِقَوْلِهٖ- بَلْ عَلٰى حَاكِمِ الْاِسْلَامِ اَنْ يُّعَزِّرَهٗ- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ -

অনুবাদ ঃ "জেনে রাখুন- মিলাদ মাহফিলে যা কিছু করা হয়– যেমন যিয়াফত দেয়া, মুসলমানদের উপস্থিতিতে হুযুরের জন্ম বৃত্তান্ত পেশ করা, উত্তম জিনিস দান করা, রাসুল আল-আমীনের (দঃ) বেলাদাত শরীফ বর্ণনাকালে কিয়াম করা, গোলাব ছিঁটানো, সুগন্ধি জ্বালানো, মজলিস সাজানো, কুরআন মজিদ থেকে পাঠ করা, নবীজীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করা, আনন্দ ও খুশীর বহিঃপ্রকাশ করা– ইত্যাদি নিঃসন্দেহে সুন্নাতে হাসানাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত এবং মোস্তাহাব। ইহার উত্তম ফযিলত রয়েছে। একমাত্র বিদ্‌আতপন্থী গোমরাহ লোক ছাড়া অন্য কেউ ইহা অস্বীকার করতে পারে না। তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করবেনা। তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞানের আঁধার। আল্লাহপাক আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর অজস্র রহমত বর্ষণ করুন"। [ফতোয়া সমাপ্ত]

www.sunnibarta.com

মদিনা মোনাওয়ারার ফতোয়াদাতা মুফতীগনের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

১। আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন।
২। আল্লামা জাফর হোসাইনী বারজিঞ্জি।
৩। আল্লামা আবদুল জাববার।
৪। আল্লামা সৈয়দ জামালুদ্দীন।
৫। আল্লামা ইবরাহীম বিন খিয়ার।
৬। আল্লামা সৈয়দ ইউসুফ।
৭। আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী।
৮। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ ইবনে সৈয়দ আহমদ।
৯। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ রিফায়ী।
১০। আল্লামা ওমর ইবনে আলী।
১১। আল্লামা আলী হারিরী।
১২। আল্লামা সৈয়দ মোস্তফা।
১৩। আল্লামা আহমদ সিরাজ।
১৪। আল্লামা হাসান আদীব।
১৫। আল্লামা আবুল বারাকাত।
১৬। আল্লামা আবদুল কাদের মাশশাত।
১৭। আল্লামা সাইয়েদ আলম।
১৮। আল্লামা আহমাদ হাবাশী।
১৯। আল্লামা মুহাম্মদ নূর সোলায়মানী।
২০। আল্লামা আবদুর রহিম বারয়ী।
২১। আল্লামা মোহাম্মদ ওসমান কুর্দী।
২২। আল্লামা কাশেম।
২৩। আল্লামা আবদুল আজিজ হাশেম।
২৪। আল্লামা ইউসুফ রাবী।
২৫। আল্লামা মোহসেন।
২৬। আল্লামা মুবারক ইবনে ছায়ীদ।
২৭। আল্লামা হামেদ।
২৮। আল্লামা হাশেম ইবনে হাসান।
২৯। আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে আলী।
৩০। আল্লামা আবদুর রহমান সফদী।

(১২৮৮ হিজরী)

www.sunnibarta.com

জিদ্দা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ جِدَّهْ تَلْخِيْصًا :

اِعْلَمْ اَنَّ ذِكْرَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ الْمَجْمُوْعَةِ الْمَذْكُوْرَةِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ شَرْعًا لَايُنْكِرُهَا اِلَّامَنْ فِىْ قَلْبِهٖ شُعْبَةٌ مِّنْ شُعَبِ النِّفَاقِ وَكَيْفَ يَسُوْغُ لَهٗ ذٰلِكَ مَعَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَاللّٰهِ فَاِنَّهَامِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ– وَاللّٰهُ اَعْلَمُ –

অনুবাদ ঃ "জেনে রাখুন- প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে (কিয়ামসহ) মিলাদুন্নবী মাহফিল ও আলোচনা অনুষ্ঠান শরিয়ত অনুযায়ী বিদআতে হাসানা– অর্থাৎ মোস্তাহাব। যার অন্তরে মোনাফিকির অংশ আছে- সে ছাড়া অন্য কেউই মিলাদ শরীফকে অস্বীকার করতে পারেনা। আর অস্বীকার করাই বা কিভাবে তার পক্ষে সম্ভব- যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন- **"যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের সম্মান প্রর্দশন করবে-তাদের অন্তরে তাক্ওয়া পয়দা হবে"**। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞানের আঁধার।" (মিলাদ শরীফ আল্লাহ্র নিদর্শন স্বরূপ)। [ফতোয়া সমাপ্ত]

জিদ্দার ফতোয়াদাতা মুফতীগণের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

১। আল্লামা আলী ইবনে আহমদ বা-সীরীন।
২। আল্লামা আববাছ ইবনে জাফর ইবনে সিদ্দীক।
৩। আল্লামা আহমদ ফাত্তাহ।
৪। আল্লামা মোহাম্মদ সোলায়মান।
৫। আল্লামা আহমাদ আববাস।
৬। আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ।
৭। আল্লামা আহমাদ ওসমান।
৮। আল্লামা ইবনে আজলান।
৯। আল্লামা মুহাম্মদ সাদ্কাহ।
১০। আল্লামা আবদুর রহিম ইবনে মুহাম্মদ।
(১২৮৮ হিজরী)

www.sunnibarta.com

হাদীদার ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ حَدِيْدَهْ :

قِرَاءَةُ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ مَعَ الْاَشْيَاءِ الْمَذْكُوْرَةِ جَائِزَةٌ بَلْ مُسْتَحَبَّةٌ يُثَابُ فَاعِلُهَا- فَقَدْ اَلَّفَ فِىْ ذٰلِكَ الْعُلَمَاءُ وَحَثُّوْا عَلٰى فِعْلِهٖ- وَقَالُوْا لَايُنْكِرُهَا اِلَّا مُبْتَدِعٌ- فَعَلٰى حَاكِمِ الشَّرِيْعَةِ اَنْ يُّعَزِّرَهٗ -

অনুবাদ ঃ "প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে (কিয়ামসহ) মিলাদ শরীফ পাঠ করা শুধু জায়েযই নয়- বরং মোস্তাহাবও বটে। মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অবশ্যই সাওয়াবের অধিকারী হবেন। উলামায়ে কেরাম মিলাদ শরীফের বৈধতার উপর বহু কিতাব রচনা করেছেন এবং (কিয়ামসহ) মিলাদ শরীফের আমল করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন- একমাত্র বিপথগামী বেদআতী লোক ছাড়া অন্য কেউই মিলাদ শরীফকে অস্বীকার করতে পারেনা। শরিয়তের শাসকের উপর অস্বীকারকারীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।" [ফতোয়া সমাপ্ত]

হাদীদার ফতোয়াদাতা মুফতীগণের দস্তখত ও সীলমোহর

১। আল্লামা আলী শামী।
২। আল্লামা ছালেম আবেশ।
৩। আল্লামা আলী ইবনে আবদুল্লাহ।
৪। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হোশায়রী।
৫। আল্লামা আলী আতহান।
৬। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।
৭। আল্লামা ইয়াহ্ইয়া ইবনে মোকাররম।
৮। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে দাউদ ইবনে আবদুর রহমান।
৯। আল্লামা আলী ইবনে ইবরাহীম জোবায়দী। [১২৮৮ হিজরী]

(বিস্তারিত তথ্য দেখুন ফতোয়াউল হারামাঈন- মম সম্পাদিত)

দ্রষ্টব্য ঃ ফতোয়াদাতা মুফতীগণের সর্বমোট সংখ্যা ৯০ জন।

তথ্যপঞ্জী ঃ আন্ওয়ারে ছাতেয়া কৃত আল্লামা আবদুছ ছামী রামপুরী (রহঃ) -ইণ্ডিয়া।

অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (এমএ.বিসিএস)

জানুয়ারী-২০০৫ইং

www.sunnibarta.com

সারসংক্ষেপ

মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে অত্র কিতাবে যেসব প্রামাণ্য দলীলাদী পেশ করা হয়েছে– তা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে সংগৃহীত হয়েছে। হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বেলাদতের বহু পূর্ব হতেই যিক্‌রে বেলাদত চালু হয়েছে কিয়ামসহ– যার প্রমাণ দিয়েছেন মিলাদ কিয়াম অস্বীকারকারীদেরই শ্রদ্ধেয় আলেম ইবনে কাছির তার বিদায়া-নিহায়া গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন– হুযুর (দঃ)-এর জন্মের ৪ হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম খানায়ে কাবা নির্মাণ শেষ করে মিলাদ কিয়ামের মাধ্যমে তার উদ্বোধন করেছিলেন; এবং হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম তাঁর হাওয়ারীদেরকে নিয়ে কিয়ামসহ যিকরে বেলাদত করেছিলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ৫৭০ বৎসর পূর্বে। হুযুর (দঃ)-এর উপস্থিতিতে হযরত আমের আনসারী (রাঃ) মিলাদ শরীফ পাঠ করেছিলেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বন্ধুবান্ধব নিয়ে মিলাদ শরীফ পড়েছিলেন হুযুরের জীবদ্দশায়। উক্ত মিলাদে খুশী হয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য আল্লাহর রহমত ও নিজের শাফাআতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। (আত্-তানভীর)

খোলাফায়ে রাশেদীন মিলাদুন্নবী উদযাপন করার ৪টি ফযিলত বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, মারূফ কারাখী, ছিররি ছাক্‌তী, জুনায়েদ বাগদাদী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি প্রমুখ ইমাম, বুযর্গানেদ্বীন ও সলফে সালেহীন মিলাদুন্নবীর ফযিলত বর্ণনা করেছেন–যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মক্কা শরীফের ইমাম ও মুফতীয়ে আযম আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) রচিত "আন নে'মাতুল কোব্‌রা" গ্রন্থে ৯৭৪ হিজরীতে। এভাবে প্রতি যুগেই মিলাদ কিয়ামের ফযিলতের উপর অসংখ্য কিতাব লিখা হয়েছে– যার বর্ণনা ও তালিকা দেয়া হয়েছে অত্র কিতাবের ৫৪ পৃষ্ঠায়। কিয়াম বিরোধীরা যেসব হাদীস উল্লেখ করে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে– তার ও সঠিক এবং দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে পরিশিষ্ট–১ এ।

বর্তমানে যেসব প্রতারকদল বলে বেড়াচ্ছে–মক্কা মদিনায় কিয়াম নেই, বাংলাদেশী সুন্নীরা কোথায় পেলো মিলাদ কিয়াম? ইত্যাদি– তাদের এই অপপ্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১২৮৮ হিজরীতে রচিত মক্কা, মদিনা, জিদ্দা ও হাদীদা-র সর্বমোট ৯০ জন মুফতীর স্বাক্ষরিত ফতোয়া পরিশিষ্ট–২ এ সংযোজন করা হলো।

সারকথা হলো– মিলাদ ও কিয়ামের উপর সর্বকালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও মুফতী ওলামাগণের ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ইজমার বিরুদ্ধে হাল যামানায় নজদী ওহাবী ও দেওবন্দী ওহাবীরা আপত্তি তুল্‌ছে। তাদের দেখাদেখি মউদূদী এবং তাবলীগীরাও আপত্তি করছে। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ইজমার খেলাফ তাদের এই ফতোয়াবাজী গ্রহণযোগ্য নয়। ইহাই ফতোয়ার মূলনীতি। যারা ইজমার খেলাফ কথা বলে– তাদেরকে বিদ্‌আতী, গোমরাহ্ ও বিপথগামী বলা হয়। এদের অনুসরণ করলে গোমরাহ্ হয়ে যাবে।

পরিশেষে আরয করবো–আমরা যেন প্রতারকদের খপ্পরে না পড়ি। আমরা যেন নবী, ওলী, সলফে সালেহীন, আইম্মায়ে মোজতাহেদীন, পীর মাশায়েখ এবং মক্কা মদিনার অতিতের মুফতিয়ানে কেরামের পথে ও মতে চলতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়াত নসীব করুন এবং নবীজীর মুহাব্বত দান করুন। আমীন!

যিলক্বদ ১৪২৫ হিজরী
জানুয়ারী, ২০০৫ইং
পৌষ, ১৪১১ বাংলা

খাকছার
(অধ্যক্ষ মাওলানা) হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল
(এমএ.বিসিএস)

www.sunnibarta.com